বর্ষ ১ সংখ্যা ১ জুন, ২০২৪

ঘরোয়া মুখপত্র

বিআইপিডি কথামালা

এ সংখ্যায় যা রয়েছে

১. বিআইপিডি সংবাদ ——— ০১

২. বিআইপিডি ওয়ার্কশপ ——— ০২

৩. বিআইপিডি কার্যক্রম ——— ০৪

৪. বিআইপিডি প্রশিক্ষণ সূচী ——— ০৫

৫. প্রশিক্ষকের স্বপ্নপূরণ ——— ০৮

৬. প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা ——— ০৯

৭. প্রশিক্ষণার্থীদের অভিজ্ঞতা ও মতামত ——— ১২

গ্রন্থনায় : মো: মোশফেকুল করীম, প্রশিক্ষক

প্রকাশনায় : জনসংযোগ বিভাগ, বিআইপিডি

BIPD
BANGLADESH INSTITUTE FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Dilkusha Center (9th Floor, Room-904)
28, Dilkusha C/A, Dhaka-1000.

dg@bipdedu.org

+88 02 223389112

www.bipdedu.org

বিআইপিডি সংবাদ

বিদেশী প্রতিষ্ঠান সমূহের আমন্ত্রণঃ

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, AAOIFI অতিসত্ত্বর Takaful Advisory Committee গঠন করতে যাচ্ছে। এই কমিটিতে সদস্য পদের জন্য **বিআইপিডি'র মহাপরিচালক জনাব কাজী মোঃ মোরতুজা আলী-কে** AAOIFI-এর পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এছাড়াও ইরানের রাজধানী তেহরানে অবস্থিত বীমা শিল্পের উন্নয়নে সরকারী প্রতিষ্ঠান Insurance Research Center (IRC) কর্তৃক বীমা বিষয়ক **"অনলাইন ওয়েবিনার"** নিয়মিতভাবে আয়োজন করতে যাচ্ছে। উক্ত ওয়েবিনারে **বিআইপিডি'র মহাপরিচালক জনাব কাজী মোঃ মোরতুজা আলী-কে** প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সমসাময়িক তাকাফুল-এর বিভিন্ন বিভাগের মুল্যবান ০৫টি বিষয়ের উপর বক্তব্য প্রদানের জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেসব বিষয়সমূহ হচ্ছেঃ-

* Management of Family Takaful Operations.
* Different Takaful concepts in the Takaful Industry: Re-Takaful, Micro Takaful, Claim Management, etc.
* Takaful products worldwide, Marketing Strategies for Takaful Products.
* Information Technology For Takaful Operators.
* Takaful under IFRS-17.

AAOIFI পরিচিতিঃ

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) একটি বাহরাইন ভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা। যা ১৯৯০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী আলজিয়ার্সে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা স্বাক্ষরিত অ্যাগ্রিমেন্ট অফ অ্যাসোসিয়েশন অনুসারে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর ১৯৯১ সালের ২৭ মার্চ এটি বাহরাইনে নিবন্ধিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আর্থিক শিল্প ও ব্যাংকিং সহ এতে ৪৫ টিরও বেশি দেশের সদস্য রয়েছে।

প্রকাশের অপেক্ষায়ঃ বীমা ব্যক্তিত্বের আত্মজীবনী

বিআইপিডি'র একাডেমিক কাউন্সিলের মাননীয় সদস্য জনাব এ.কে.এম. এহসানুল হক (FCII) "MyLife-MyStory" নামে আত্মজীবনীমূলক বই প্রকাশ করতে যাচ্ছেন। অভিনন্দন রইল তার প্রতি। বইটিতে তিনি তার জীবনে ঘটে যাওয়া নানান ঘটনা ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার চিত্র তুলে ধরেছেন। খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চা, পেশাদারিত্ব, লেখা-লেখি, দেশভ্রমন, সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ততা সবই উঠে এসেছে তার এই "MyLife-MyStory" বইটিতে। এতে আরো উঠে এসেছে তার বায়োকেমিস্ট থেকে বীমা বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠার গল্প। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সাধারণ বীমা কর্পোরেশন-এর সাবেক পরিচালক বীমার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ১৩টি (তের) বই প্রকাশ করেছেন। যা দেশে ও বিদেশে সমাদৃত। "MyLife- MyStory" বইটি তিনি উৎসর্গ করেছেন তাদের জন্য যারা জীবন সংগ্রামে এগিয়ে চলার পথে খুঁজেছেন অনুপ্রেরণা।

বিআইপিডি ওয়ার্কশপ (Upcoming)

আগামী ১১ জুন ২০২৪ ইং তারিখ সকাল ১০:৩০ টা থেকে ০২:০০ টা পর্যন্ত

“বীমা দাবী ব্যবস্থাপনা: নতুন দিক নির্দেশনা”

শীর্ষক অনলাইন ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে যাচ্ছে ।

BIPD

In quest of excellent career

বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট ফর প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (বিআইপিডি) কর্তৃক আয়োজিত

অনলাইন নতুন কর্মশালা

“বীমা দাবী ব্যবস্থাপনা: নতুন দিক নির্দেশনা”

১১ জুন, ২০২৪ ইং (সকাল ১০:৩০ টা হতে দুপুর ০২:০০ টা)

আলোচকগণ

এস.এম. জিয়াউল হক
মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা
চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড

এস.এম. নুরুজ্জামান
মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা
জেনিথ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড

সৈয়দ শাহরিয়ার আহসান
মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা
পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড

এস.এম. ইব্রাহিম হোসাইন, ACII
চীফ ফ্যাকাল্টি মেম্বার
বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি

এ. কে. এম. এহসানুল হক, FCII
মেম্বার, একাডেমিক কাউন্সিল
বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট ফর প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট

মো: খসরু চৌধুরী
অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লি:

রেজিস্ট্রেশনের শেষ সময়: ১০ জুন, ২০২৪ ইং

কোর্স কো-অর্ডিনেটর
মো: আরিফুর রহমান
বিপিও এবং পিএস টু মহাপরিচালক
মোবাইল: ০১৯১১-৬২০ ৫২৯
ই-মেইল: arifshohel.bd@gmail.com

যোগাযোগের ঠিকানা
দিলকুশা সেন্টার (লেভেল-৯, স্যুট নং # ৯০৪)
২৮, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০
ই-মেইলঃ info@bipdedu.org,
dg@bipdedu.org

বিআইপিডি কথামালা-০২

সদ্য অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট (বিআইপিডি) আয়োজিত "National Financial Inclusion Strategy and Action Plans: Enhancement of Insurance MARKET PENETRATION." শীর্ষক একটি অনলাইন ওয়ার্কশপ গত ২৮ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওয়ার্কশপটির প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এ্যামেরিটাস, উন্নয়ন সমন্বয়ের চেয়ারপারসন ও বাংলাদেশ ব্যাংকে সাবেক গভর্ণর ড. আতিউর রহমান। মডারেটর হিসেবে ছিলেন জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সাবেক চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্ণর ডঃ মোহাম্মদ সোহরাব উদ্দিন এ্যাকচুয়ারী।

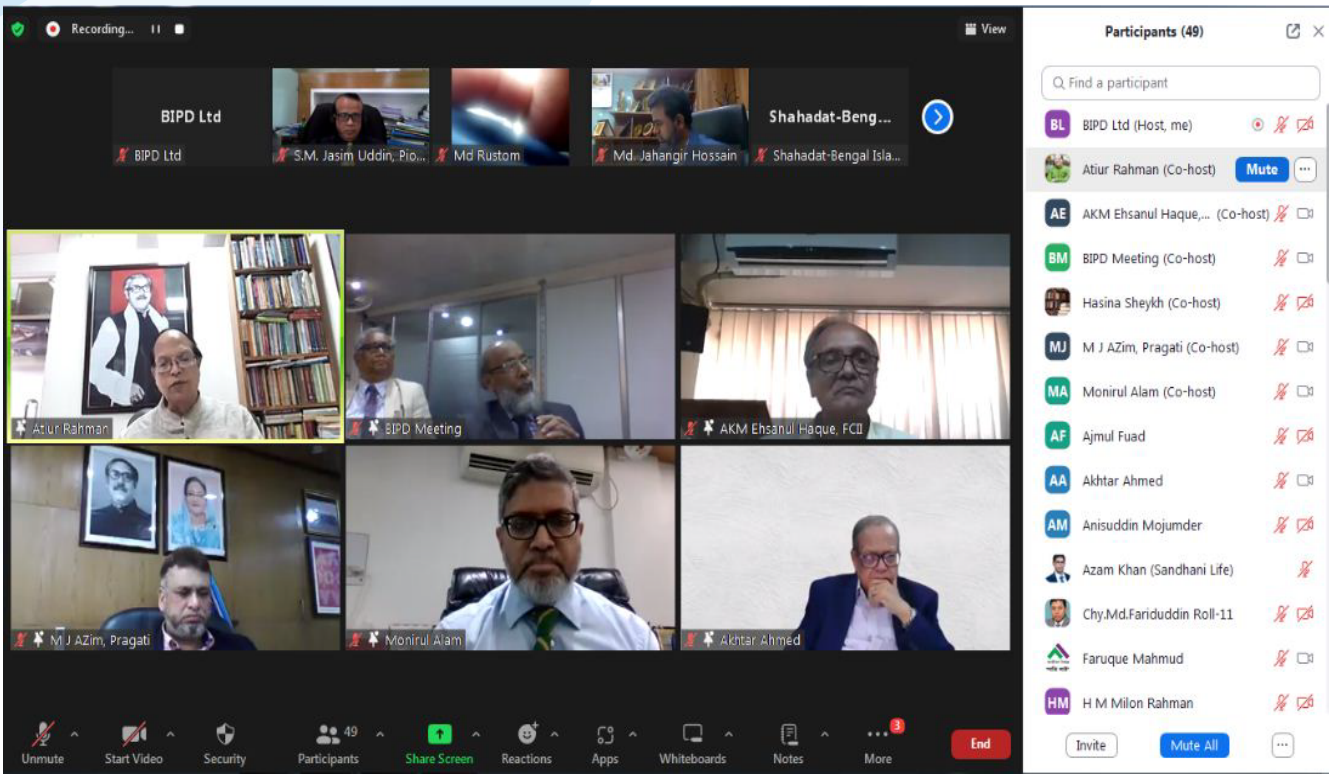

এই ওয়ার্কশপটিতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্স বিভাগের চেয়ারম্যান এবং জীবন বীমা কর্পোরেশনের পরিচালক প্রফেসর ড. হাসিনা শেখ। প্যানেল আলোচক হিসেবে ছিলেন সাধারন বীমা কর্পোরেশন ও রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স লিঃ-এর সাবেক মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আখতার আহমেদ, প্রগতী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ-এর মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ জালালুল আজীম এবং বেঙ্গল ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ-এর মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব এম.এম মনিরুল আলম।

অনুষ্ঠানের শুরুতে এতে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন বিআইপিডির একাডেমিক কাউন্সিলের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. মোঃ কায়কোবাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিআইপিডির একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য জনাব দাস দেব প্রসাদ, নিরপেক্ষ পরিচালক, ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ এবং জনাব এ. কে. এম. এহসানুল হক এফসিআইআই, সাবেক পরিচালক, সাধারন বীমা কর্পোরেশন।

বিভিন্ন লাইফ ও নন-লাইফ বীমা কোম্পানিসমূহের অর্ধশতাধিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উক্ত ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন।

BIPD
BANGLADESH INSTITUTE FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT

বিআইপিডি কার্যক্রম

বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট ফর প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট (BIPD) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি স্বীকৃত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান ২০১৫ সাল থেকে বীমা শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত ইনস্যুরেন্স কোম্পানির মাঠ পর্যায়ে ফিন্যান্সিয়াল এসোসিয়েটস (FA)-দের এবং দাপ্তরিক পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষিত ও দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিআইপিডি'র বোর্ড অফ ডাইরেক্টর্স ০৬ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত। এছাড়াও একাডেমিক কাউন্সিলে আছেন ১০ জন দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদ এবং বীমা শিল্পের উপর দক্ষ, সুশিক্ষিত এবং অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব।

বিআইপিডি'র সেবা কার্যক্রম সমূহ

- Education and Training.
- Diploma Course for Life, Non-Life & Takaful.
- Enterprise Risk Management for Banks, Insurance & all Financial & Non-Financial Institution.
- Research & Consulting.
- Training on Agent & Employer of Agent of Life & Non-Life.
- Training on Bancassurance & Bancatakaful.
- Training on Capital Market Operation.
- Training on Vat & Tax.
- Human Resource Planning & Development Process.
- Special Training on Underwriting & Claims.
- Graduation/Post-Graduation Diploma/Degree in Collaboration with Reputed Universities & Institution.
- Award & Distinction.
- Seminar & Workshop.
- Publication of Book & Souvenir.

এছাড়াও **BIPD** তে বীমা শিল্পের জন্য আরো যা কোর্স রয়েছেঃ-

A. Training on Sales & Marketing for Life Insurance Agents:

- Training on Development Management.
- Training on Agency Management & Development Administration.
- Foundation Training for Fresher's.
- Basic Training.
- Special Training on Underwriting.
- Special Training on Claims Management.
- Refresher Training Course.
- Training on Customer Management & Policy Servicing.

B. Training on Sales & Marketing for Insurers:

- Basic Training on Operation.
- Training on Sales & Marketing.
- Training on Development Management.
- Training on Agency Management and Development Administration.
- Foundation Training for Fresher.
- Special Training on Underwriter.
- Special Training on Claims Management.
- Refreshers Training Course for Bancassurance Officer.
- Training on Underwriting & Policy Servicing.

C. Certified, Diploma and Degree

- Foundation Course for Fresher's of Family Takaful.
- Certified Insurance Professional (CIP).
- Diploma in Insurance & Actuarial Practice (DIAP).
- Associateship Course.
- Fellowship Course.

বিআইপিডি প্রশিক্ষণ সূচী

 # ফিন্যান্সিয়াল এসোসিয়েটস্‌দের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত বিষয়সমূহ:

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট ফর প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট লি: "বেসিক ট্রেনিং কোর্স ফর ফিন্যান্সিয়াল এসোসিয়েটেসদের" (লাইফ ও নন-লাইফ) ০৩ দিনের জন্য (শ্রেণীকক্ষে) কোর্সসূচী প্রণয়ন করে থাকে। উক্ত কোর্সসূচীর আলোকে শ্রেণীকক্ষে বিআইপিডি'র প্রতিনিধিগণ এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। ৩৬ ঘন্টা ও ৭২ ঘন্টা প্রশিক্ষণের জন্য আলাদা আলাদা কোর্সসূচী অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। FA-দের ৭২ ঘন্টা প্রশিক্ষণের জন্য শ্রেণিকক্ষে ০৩ দিনে বীমার উপর নিম্নবর্ণিত পাঠদান করা হয়ে থাকে।

 # প্রথম দিনের আলোচ্য কোর্স সূচী:

- রেজিষ্ট্রেশন বা নিবন্ধীকরণ
- পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ
- স্বাগত বক্তব্য ও প্রশিক্ষণের উদ্বোধন ঘোষনা
- জীবন বীমার মৌলিক ধারণা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
- পেশা হিসেবে জীবন বীমা, বীমা বিক্রয়ে নীতি ও নৈতিকতা
- সালাতুয যোহর ও মধ্যাহ্নভোজের বিরতি
- জীবন বীমার পরিকল্প পরিচিতি (কোম্পানির নির্ধারিত প্রতিনিধি এ বিষয়ে আলোচনা করেন)
- প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- প্রথম দিনের সমাপ্তি

 # দ্বিতীয় দিনের আলোচ্য কোর্স সূচী:

- রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধীকরণ
- জীবন বীমার মার্কেটিং-এর প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও বিক্রয় কৌশল
- একজন উন্নয়ন কর্মকর্তার জন-সংযোগ ও কর্মী সৃষ্টির প্রক্রিয়া (কোম্পানির নির্বাচিত প্রতিনিধি এ বিষয়ে আলোচনা করেন)
- সালাতুয জোহর ও মধ্যাহ্নভোজের বিরতি
- অবলিখন, অবলিখনের উপাদান ও নিয়মাবলী
- প্রস্তাবপত্র ও নন-মেডিকেল ফরম পূরণের নিয়মাবলী এবং প্রস্তাবপত্র পূরণে উন্নয়ন কর্মকর্তার করণীয় ও সতর্কতা অবলম্বন ।
- মাঠ কর্মীদের মাঠের অভিজ্ঞতা বিনিময় পর্ব
- দ্বিতীয় দিনের সমাপ্তি

 # তৃতীয় দিনের আলোচ্য কোর্স সূচী:

- রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধীকরণ
- পলিসি তামাদি হওয়ার কারণ, ফলাফল এবং তামাদি প্রতিরোধের উপায়
- জীবন বীমায় বিভিন্ন ধরণের দাবী নিষ্পত্তি (মৃত্যুদাবীসহ) প্রক্রিয়া এবং একটি দাবী সুষ্ঠু নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ।
- সালাতুয জোহর ও মধ্যাহ্নভোজের বিরতি
- বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
- প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরবর্তীতে করণীয়সমূহ
- প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষকদের মূল্যায়ন
- রোল-প্লে/প্রশ্নোত্তর পর্ব/বিনোদন পর্ব
- প্রশিক্ষণ সমাপ্তি

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, প্রতিদিন শ্রেণীকক্ষে প্রশিক্ষণের ১ম ক্লাসের পর সকালের নাস্তা ও চা-বিরতি পর্ব থাকে । প্রশিক্ষণে বিআইপিডি'র প্রশিক্ষক এবং কোম্পানির নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ক্লাশ নিয়ে থাকেন এবং স্থানীয় সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণে সহযোগিতা করে থাকেন ।

 # এজেন্সী লাইসেন্স নবায়নের ৩৬ ঘন্টা প্রশিক্ষণের জন্য শ্রেণিকক্ষে ০১ দিনের আলোচ্য কোর্স সূচী:

- রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধীকরণ
- বীমার মৌলিক নীতিমালা
- বীমার উদ্দেশ্য ও সুবিধাসমূহ
- এজেন্টের আইনী অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য
- বীমা বিক্রয়ের তথ্য-প্রযুক্তি (IT) এর ব্যবহার ও প্রয়োগ
- বীমা সংক্রান্ত কাগজাদি ও নথি সংরক্ষণের পদ্ধতি ও ব্যবহার
- গ্রাহক যোগাযোগ ও সম্পর্ক উন্নয়ন ।

 # নন-লাইফ কোর্সের এজেন্টদের প্রশিক্ষণের আলোচ্য কোর্স সূচী (৭২ ঘন্টা):

 # প্রথম দিনের আলোচ্য কোর্স সূচী:

- রেজিষ্ট্রেশন বা নিবন্ধীকরণ
- সাধারণ বীমার মৌলিক নীতিমালা
- বীমা এজেন্টদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার। এজেন্ট ও ব্রোকারের মধ্যে পার্থক্য।
- সালাতুয জোহর ও মধ্যাহ্নভোজের বিরতি
- ঝুঁকির শ্রেণি বিন্যাস ও নন-লাইফ বীমার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
- সাধারণ বীমার বিপনন ও বিক্রয় কৌশল
- প্রশ্নোত্তর পর্ব
- প্রথম দিনের সমাপ্তি

 # দ্বিতীয় দিনের আলোচ্য কোর্স সূচী:

- রেজিষ্ট্রেশন বা নিবন্ধীকরণ
- বিভিন্ন ধরণের বীমায় অবলিখনের উপাদান, যেমন-মোটরগাড়ী বীমা, অগ্নিবীমা, নৌ-বীমা ও কারিগরী বীমা
- মোটরগাড়ী বীমা ও বিভিন্ন প্রকার দায় বীমার প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োগ
- সালাতুয জোহর ও মধ্যাহ্নভোজের বিরতি
- নৌ-পণ্য বীমা প্রয়োজন ও ব্যবহার। ICC-A,B,C-এর পার্থক্য
- পেশা হিসেবে সাধারণ বীমা, নীতি ও নৈতিকতার গুরুত্ব, আচরণের বিধিমালা
- বীমা এজেন্টদের মাঠের অভিজ্ঞতা বিনিময়
- দ্বিতীয় দিনের সমাপ্তি

 # তৃতীয় দিনের আলোচ্য কোর্স সূচী:

- রেজিষ্ট্রেশন বা নিবন্ধীকরণ
- অগ্নিবীমা ও বিভিন্ন ধরণের কারিগরী (Engineering) বীমা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা
- স্বাস্থ্যবীমা, ব্যক্তি/কর্মচারী দুর্ঘটনা বীমা, বিশ্বস্ততার ধারণা ও প্রয়োগ
- সালাতুয জোহর ও মধ্যাহ্নভোজের বিরতি
- দাবী আদায়ের করণীয় আবশ্যিক ও প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন। দাবী আদায়ের জন্য বিভিন্ন বীমা, যেমন-অগ্নি ও নৌ-বীমার জন্য প্রয়োজনীয় দলিল ও প্রমানাদী।
- প্রস্তাবপত্র, কভারনোট, সার্টিফিকেট, বীমা পলিসি ও সিডিউল
- প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষক মূল্যায়ন
- প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরবর্তী করণীয়সমূহ
- প্রশিক্ষণ সমাপ্তি

এছাড়াও BIPD অনলাইনের মাধ্যমেও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সেখানে FA/UMগণ সতঃস্ফুর্তভাবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

BIPD
BANGLADESH INSTITUTE FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT

প্রশিক্ষকের স্বপ্নপূরণ

মো: মোশফেকুল করীম

আমি মো: মোশফেকুল করীম ২০১৩ সালে ডেলটা লাইফের চাকুরী পরিত্যাগের পর ২০১৪ সালে বীমা শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ফিন্যান্সিয়াল এসোসিয়েটস (FA) এবং দাপ্তরিক পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের এই পেশায় প্রশিক্ষিত ও দক্ষ করে গড়ে তোলার ব্যাপারে বিভিন্ন বীমা কোম্পানির প্রধান কার্যালয়, স্থানীয় শাখা কার্যালয়, জেলা, উপজেলা ইউনিট কার্যালয়সমূহের প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করে থাকি ।

আমি রংপুর বিভাগের পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম বিভাগের দ্বীপরাজ্য সন্দ্বীপ জেলা পর্যন্ত বীমা শিল্পের ফিন্যান্সিয়াল এসোসিয়েসটদের নিয়ে কাজ করেছি । প্রশিক্ষণ জগতে অংশগ্রহণ করার পর থেকে এপর্যন্ত প্রায় ৩৫-৪০ হাজার FA কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছি । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোম্পানিগুলোর মধ্যে রয়েছে সর্বপ্রথম ন্যাশনাল লাইফ, ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ, প্রাইম ইসলামী লাইফ, বেস্ট লাইফ, গার্ডিয়ান লাইফ, পপুলার লাইফ, স্বদেশ লাইফ, প্রগতি লাইফ, মেঘনা লাইফ, পদ্মা ইসলামী লাইফ, রূপালী লাইফ, চার্টার্ড লাইফ, যমুনা লাইফ, আলফা ইসলামী লাইফ, ডায়মন্ড লাইফ, আস্থা লাইফ, আকিজ তাকাফুল, সান লাইফ, সোনালী লাইফসহ আরো অনেক কোম্পানী । তবে এই প্রশিক্ষণ জগতে আসার পর আমার মনের মধ্যে একটি স্বপ্ন আলোড়িত ছিল যা আজ বলবো । আমরা সবাই জানি যে, বাংলাদেশে সবচেয়ে পুরাতন বিদেশী বীমা কোম্পানি হলো মেটলাইফ । যারা প্রায় ৭২ বছর আগে বীমা ব্যবসা শুরু করে এখনো পর্যন্ত প্রিমিয়াম আয়ের ক্ষেত্রে শীর্ষে অবস্থান করছে ।

আমার জীবনের একটি স্বপ্ন ছিলো যা আমাকে তাড়িত করতো তা হলো ঐ কোম্পানির একটি ট্রেনিং পর্বে প্রশিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করা । অবশেষে সৃষ্টিকর্তার অপার কৃপায় সেই স্বপ্ন স্বার্থক হলো । ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে মেটলাইফের শান্তিনগর "হাব" অফিসে বিকেলের সেশনে "জীবন বীমার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক ক্লাসে প্রায় ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে প্রশিক্ষণ প্রদান করি । অত্যন্ত প্রাণবন্ত পরিবেশে ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে মুহূর্মূহ করতালির মাধ্যমে ক্লাশ নেয়া সম্পন্ন করি । ক্লাশ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ৩/৪ জন দাঁড়িয়ে আমার বক্তব্যের প্রশংসাসূচক মূল্যায়ন করেন এবং সবার পক্ষে ১জন বলেন যে, "স্যার আগামী দিনের ক্লাশে আমরা আপনাকে উপস্থিত চাই" । এত সুন্দর বক্তব্য আমরা আগে কখনো শুনি নাই, আপনি আসবেন অবশ্যই । তার/তাদের অনুরোধ আমার পক্ষে রাখা সম্ভব হয় নাই, কারণ ঐ সময় আমাকে গার্ডিয়ান লাইফে মতিঝিল অফিসে প্রশিক্ষণের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিলো । ধন্যবাদ জানাই তাদের সকলকে আমাকে মূল্যায়নের জন্য এবং তাদের প্রধান প্রশিক্ষককে । উক্ত কোর্সের বিআইপিডি'র পক্ষে কোর্স কো-অর্ডিনেটর ছিলেন জনাব কামরুজ্জামান, আইটি অফিসার । অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই তাকে আমাকে এই প্রশিক্ষণ পর্বে ক্লাস নেওয়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্য ।

পরবর্তীতে মেটলাইফ অবসরপ্রাপ্ত এজেন্টদের আরো বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ ক্লাশে অংশ নেই যা আমাদের বিআইপিডি প্রশিক্ষণ কক্ষে সরাসরি অনুষ্ঠিত হয় । উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীগণ অত্যন্ত প্রাণবন্ত পরিবেশে, মনোযোগ সহকারে এবং বিনোদনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকেন । প্রশিক্ষণার্থীদের থেকে এমন মন্তব্যও শোনা গেছে যে, "স্যার, আপনার প্রশিক্ষণ পেয়ে আবার নতুন করে কাজ শুরু করার ইচ্ছা করতেছে । আর আপনার বিনোদন পর্ব অসাধারণ" । এ ধরণের প্রশংসাসূচক বাক্য শুনে নিজে যেমন অভিভূত হয়েছি তেমনভাবে নিজেকে আরো বেশী শানিত করার চেষ্টা করেছি ।

পরিশেষে, বলতে চাই মহান রাব্বুল আলামিন আমার মনের আশা পরিপূর্ণ করেছেন সেজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি । সকলের জন্য শুভ কামনা ।

প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা (সন্দ্বীপ পর্ব)

মোঃ মোশফেকুল করীম

সময়টা ২০১৮ সালের শেষ দিকে। শীতের আমেজ তখনো পূরোপুরি বোঝা যাচ্ছে না। বিআইপিডি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তখন খুব ভালোভাবেই চলছিলো। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কোম্পানির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালাতে গিয়ে আমি সেসময় বেশ সুনাম অর্জন করেছি। ঠিক তখনই একদিন প্রাইম ইসলামী লাইফের রাজভবনে লিফটের ৬ষ্ঠ তলায় কোম্পানির পূর্বতন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (উন্নয়ন) এবং বর্তমান মার্কেন্টাইল ইসলামী লাইফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এম. এ. মতিন স্যারের সাথে দেখা। সালাম, কুশল বিনিময় এবং করমর্দনের ফাঁকে তিনি বললেন, "মোশফেক সাহেব, আপনার ট্রেনিং প্রোগ্রামে আমি সন্তুষ্ট এবং আমার সন্দ্বীপ এলাকায় আপনাকে নিয়ে একটা বড় ধরণের ট্রেনিং প্রোগ্রাম করব"। আমি বললাম, "পানিতে আমার খুব ভয়। আর সাগরের ঢেউ তো আরো বেশী বিপদজনক আমার জন্য। আমাকে মাফ করা যায় না স্যার, আমি তো স্যার সাঁতার জানি না"। বেশ কিছু সময় হাস্যরসের পর স্যার একটা কথা বললেন যে, মুশফিক ভাই, আপনাকে আমি সন্দ্বীপ দেখিয়ে ছাড়বো। হা-হা-হা।

এর ঠিক এক সপ্তাহ পরের ঘটনা। তখন বিআইপিডি'র চীফ কোর্স কো-অর্ডিনেটর ছিলেন জনাব কে. এম. সোলায়মান সাহেব। তিনি তখন প্রাইম লাইফেই বসতেন আর আমি অন্য একটি কোম্পানির ট্রেনিং ক্লাসে ছিলাম। দুপুর ১২টায় তিনি আমাকে প্রাইম লাইফে আসতে বললেন এবং আসার পরে ১টা তালিকা ধরিয়ে দিয়ে বললেন যে, আপনাকে মতিন স্যারের প্রোগ্রামে সন্দ্বীপ যেতে হবে এবং আজ রাতেই চট্টগ্রাম রওনা হতে হবে। মতিন স্যার আপনার নাম সুপারিশ করেছেন। রেডি হোন।

কাগজপত্র যা নেওয়ার নিয়ে নেন। চট্টগ্রামে কুদ্দুস সাহেব আপনাকে সহযোগিতা করবেন। প্রসঙ্গত: বলে রাখা ভালো কুদ্দুস সাহেব বরিশালের মানুষ হলেও চট্টগ্রামে গেলে যথেষ্ট আন্তরিকতা দেখাতেন এবং ট্রেনিং সংক্রান্ত যে কোন কাজে সহযোগিতা করতেন। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যেই কথা সেই কাজ। শিশিরে পেতেছি শয্যা, সমুদ্রে কি ভয়-এই মূলমন্ত্র বুকে ধারণ করে অফিস ছুটির পরে বাসায় ফিরে গিয়ে সায়েদাবাদ থেকে রাতের বাসে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। রাতভর ভ্রমন করে সকাল ৬টায় চট্টগ্রাম অলংকার মোড়ে গাড়ী থেকে নামার পরে শ্যামলী পরিবহন-এর ফ্রেশরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে পাশের হোটেলে নাস্তা পর্ব শেষ করলাম। যথারীতি সকাল ৭টায় সহযোগী মানুষটি জনাব কুদ্দুস সাহেবও আমার সাথে নাস্তা পর্বে অংশগ্রহণ করলেন।

নাস্তা পর্ব শেষে আমরা ব্যাগপত্রসহ সন্দ্বীপ এর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। এটি আমার জীবনের একটি আজব ভ্রমন কাহিনী। প্রথমে চট্টগ্রাম থেকে সীতাকুন্ডু-বাহন লেগুনা। সীতাকুন্ডু থেকে কুমিরা-বাহন ইজিবাইক। কুমিরা থেকে পুলপাড়-বাহন সিএনজি। পুলপাড় থেকে স্পীডবোট ষ্টেশনঘাট-বাহন ভ্যান। স্পীড বোট ষ্টেশনঘাটে এক মজার অভিজ্ঞতা। টিকেট পাওয়ার জন্য হুলস্থুল অবস্থা। প্রায় ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট লাইনে দাঁড়িয়ে টিকেট না পেয়ে দালালের মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্যের থেকে টিকেট প্রতি ১০০/- টাকা করে বাড়তি প্রদান করে ২টি টিকেট সংগ্রহ করে হাঁটা পথে (১৫ মিনিট) স্পীডবোট এর উপর সিঁড়িতে পা রাখলাম। বড় স্পীডবোট, ২২ জনের ধারণ ক্ষমতার। এর মধ্যে ২টা বড় ফ্রিজ, ১টা ওয়াশিং মেশিন, গার্মেন্টস সামগ্রীর কার্টুন, ২২ জন যাত্রীর মালপত্র, সদ্য প্রসূত বাচ্চা (৩দিন বয়সী) সবই ছিলো। আমরা ২জন স্পীড বোট এর ঠিক মাঝখানে অবস্থান নিলাম।

সাগরে স্পীডবোটে চড়ার অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম। বোট ছাড়ার ০৫ মিনিট পর মূল সাগরে পতিত হলাম। মাথার উপরে পরিস্কার নীল আকাশ, নীচে বিশাল জলরাশি। আর মাঝখানে আমরা স্পীডবোটের চালক/সহকারী ০২ জন সহ মোট ২৪ জন যাত্রী। মাঝে মাঝে স্পীডবোট ঢেউয়ের তালে ডুম ডুম শব্দ করে উপরে উঠে যায় আবার নিচে নেমে আসে। ঢেউয়ের দোলানীতে শরীরের ভিতরে খবর তৈরী হয়ে যায়। দোয়া-দরুদ যা জানতাম সবই পড়া শুরু করে দিলাম। জোরে জোরে পড়ার কারণে আমার ডান পাশে একজন ১ম বর্ষের কলেজ ছাত্রী সুমনা (ছদ্মনাম) আস্তে করে বললো "স্যার কি ভয় পাচ্ছেন? আমি সপ্তাহে ৮ বার যাওয়া-আসা করি। আমার ভয় লাগে না"। আমি বললাম, এতবার কেন? সে বললো-চট্টগ্রামে ৪দিন প্রাইভেট পড়তে যাই তো এজন্য স্যার। ভয় পাইয়েন না, চোখ বন্ধ করে থাকেন। মেয়েটির কথা

ঘাটে নামার পর আবার শুরু হলো নতুন বিপত্তি। সাগরে তখন ভাটা চলছিলো। যে কারণে বোট বেশ খানিকটা সামনে নোঙ্গর করায় পায়ের জুতা-মোজা খুলে হাতে এবং ব্যাগ কাঁধে নিয়ে পায়ের গোড়ালীর উপরিভাগের হাটুর নিম্নাংশে কাদার মধ্যে দিয়ে ৫/৭ মিনিট হাঁটা শুরু করলাম। হাঁটার পরে কাঠের পুল পেরোতে হলো যার মাঝখানে ২/১ টি ভাঙ্গা এবং জীর্নকাঠের তৈরী। খুব সাবধানে কাদামাখা পায়ে কাঠের পুল পেরিয়ে সামনে রক্ষিত একটি পুরাতন টিউবওয়েলে পা ধুয়ে সিএনজি ষ্টেশনে যাওয়ার জন্য ৬জন মিলে ভ্যানে উঠলাম। ভ্যানে ব্রীজ পার হয়ে ৫ জন একটি সিএনজিতে উঠে হোটেল গ্রীনভিউ (আবাসিক)-এ অবস্থান নিলাম। সেদিন ছিলো শুক্রবার। তাড়াতাড়ি গোসল সেরে শরীরের ক্লান্তি দূর করে বিশ্রাম নিয়ে জুম্মার সালাত আদায় করার জন্য এলাকার সবচেয়ে বড় মসজিদে গমন করলাম। নামাজ আদায় শেষে দুপুরের খাবার খেয়ে হোটেলে গিয়ে টানা ০২ টা ঘন্টা ঘুম দিলাম। বিকালে ঘুম থেকে উঠে নামাজ শেষ করে এলাকায় বেড়াতে বের হলাম। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শর্তে একজনের মালিকানাধীন ৫০টি পুকুর এবং তার চারপাশে লাগানো ৫০টি করে হলুদ বর্ণের নারিকেল গাছের বাগান দেখে অভিভূত হলাম। পুকুরে ওযু করতে গিয়ে আরো একটি অভিজ্ঞতা হলো।

প্রচুর তেলাপিয়া, টাকি মাছ পায়ের সামনে এসে ভিড় জমালো। দৃশ্যটি দেখে মুগ্ধ হলাম। দ্রুত ওযু সেরে মাগরিবের নামাজ আদায় করলাম। এরপর সন্ধ্যাকালীন নাস্তাপর্ব সম্পন্ন করার জন্য ভাঙ্গাচোরা বিখ্যাত ভাজাপোড়া হোটেলে ঢুকলাম। সেখানে আমাদের সাথে আরো ২জন সঙ্গী সাথী যোগ হলো। একজন হলো প্রাইমের স্থানীয় প্রতিনিধি জনাব আ: রহমান সুমন সাহেব ও মো: শরীফ সাহেব। ছোলা-মুড়ি-পিয়াজু-বেগুনী-আচার, সরিষার তেলে বানানো পেঁয়াজ-কাঁচা মরিচের সালাদ দিয়ে যে ভাজা পোড়া খেলাম তার অতুলনীয় স্বাদ আজো মুখে লেগে আছে। এরপর আশে-পাশের এলাকার মার্কেট, বিভিন্ন ব্র্যান্ডশপ ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাতে লাগলাম আর আমার প্রিয় স্যার মতিন স্যারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। সবচেয়ে অবাক লাগলো সমুদ্রের অপর পাড়ে যে এত সুন্দর একটা জায়গা রয়েছে, যা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বিশেষ করে বিভিন্ন ব্র্যান্ডশপ (সিঙ্গার, ওয়ালটন, গ্রি, বাটারফ্লাই, বেস্টবাই, আরএফএল, বিভিন্ন পোশাকের যেমন- Easy fashion, Yellow, Le-Reave, Infinity) গুলোতে কাষ্টমারের সরব উপস্থিতি দেখে মুগ্ধ হলাম।

রাত ৮:৩০টার দিকে মতিন স্যার, শাহাদাত স্যারসহ সবাই একসাথে দেখা করলাম। অনেক গল্প-গুজব শেষে এশার নামাজ আদায় করে হোটেলে রাতের ডিনারে অংশ নিলাম। আমি গরুর মাংসের অর্ডার দিতে চাইলে শ্রদ্ধেয় মতিন স্যার বললেন, "মুশফিক ভাই এখানের হোটেলের মাংস না খেয়ে সামুদ্রিক মাছের স্বাদ নেন। স্যারের কথামত সমুদ্রের বাটা মাছ, ছোট ইলিশ মাছ, মনখুশী মাছ (ছোট এক ধরণের কাচকি মাছের মত) ও কোড়াল মাছসহ কয়েক পদের মাছ দিয়ে সবাই মিলে তৃপ্তিসহকারে অনেকগুলো ভাত খেলাম। খাবার টেবিলে স্যার আরো বললেন, ঢাকা শহরে তো মুরগী/গরু/রুই/ব্রয়লার মুরগী তো খেয়েই থাকেন। সমুদ্রের ফ্রেশ মাছ খাওয়াতো ভাগ্যের ব্যাপার, আর সেটা এখানেই সম্ভব। আর এই সামুদ্রিক মাছ আমাদের শরীরের আয়োডিনের ঘাটতি পূরণ করবে। স্যারের নির্দেশনামত খাবার খেয়ে পরে দই খেয়ে ডিনার পর্ব শেষ করলাম। এরপর চাঁদনী রাতে হাঁটতে হাঁটতে হোটেলে ফেরার পথে স্যার গান গাওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন। স্যারের অনুরোধে দুইটা গান গাইলাম। হাততালি পেলাম আর বাড়তি হিসাবে সবাই মিলে চা-পান করলাম। অসাধারণ মুহূর্ত বলে মনে হলো।

রাতে খুব ভালো ঘুম হলো। ফজরের নামাজের পর ফ্রেশ হয়ে নাস্তা পর্ব শেষ করে প্রশিক্ষণ মিলনায়তনে উপস্থিত হলাম। বিশাল সু-পরিসর কক্ষ। ২৫০জনের মত ধারণ ক্ষমতা। সামনে রেজিষ্ট্রেশন এর জন্য বিশাল করিডোর ০৫ জন মিলে রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলো। আমি ফাইল তৈরী করে হাজিরা তালিকায় স্বাক্ষর হওয়ার পরে বিতরণ করা শুরু করলাম। সকাল ১০টার মধ্যে ২০০জন এর অধিক প্রশিক্ষণার্থী হলরুমে অবস্থান গ্রহণ করলো। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, আমাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পূর্বদিন শুক্রবার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমুদ্রের তলদেশ নিয়ে সাবমেরিন ক্যাবল প্রতিস্থাপন করে দীপরাজ্য সন্দ্বীপকে শতভাগ বিদ্যুতায়িত করেন। আর এর প্রথম সুফল এর অংশীদার বা ভাগীদার হয় প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি: এবং বিআইপিডি। অনলাইন ও অফলাইন মিলে ক্লাস নেয়া হয়।

প্রশিক্ষণ মিলনায়তনে অনলাইনে প্রথম ক্লাস নেন বিআইপিডি'র মাননীয় মহাপরিচালক জনাব কাজী মো: মোরতুজা আলী। এরপর অনলাইনে সম্পৃক্ত হন জনাব মো: আনিছুর রহমান মিয়া (উন্নয়ন ও প্রশাসন), প্রাইম ইসলামী লাইফ এবং শেষ বেলায় সম্পৃক্ত হন প্রাইম ইসলামী লাইফের মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: শাহ্ আলম স্যার। আর অফলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান করি আমি এবং মতিন স্যার। মতিন স্যার পরিকল্প সম্পর্কে অবহিত করেন আর আমি পেশা হিসেবে জীবন বীমা এবং দাবী সংক্রান্ত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করি। প্রশিক্ষণ পর্ব সবাই সানন্দচিত্তে এবং মনোমুগ্ধকরভাবে উপভোগ করেন। বৈকালীন পর্বে মতিন স্যারের অনুরোধে আবারো ২টি গান পরিবেশন করি। সবাই বিনোদন পর্বটি আনন্দের সাথে উপভোগ করে।

বিকাল নাগাদ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ হয়। এরপর সুমন সাহেবের অফিসে মতিন স্যারসহ সবাই একসাথে বসে ঐদিনের প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করি। এর মধ্যে ১জন ব্যক্তি মতিন স্যার ও আমার কথায় আকৃষ্ট হয়ে একটি বড় অংকের পলিসি গ্রহণ করে ফেলে। বিশাল ব্যাপার স্যাপার। চা-নাস্তা পর্ব শেষে স্থানীয় ০৩ জন প্রতিনিধি এবং আমরা ২জন সহ মোট ৫জন ২টি মোটরসাইকেলে চড়ে বেড়াতে বের হই। ১৯৯১ সালে ২৯শে এপ্রিল প্রলয়ংকরী ঝড়ে বিধ্বস্ত উড়িরচর এলাকা পরিদর্শন করি। ২৭ বছর আগে ঘটে যাওয়া ঝড়ের আলামত/নিদর্শন দেখতে পাই। স্থানীয় প্রবীন এলাকাবাসীর মুখে ঝড়ের রাতে ঘটে যাওয়া বিবরণ শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই। এরপর জ্বীনদের মাধ্যমে তৈরী হওয়া রহিমা বিবির পুকুর এর রহস্য শুনে সবাই আশ্চর্য্য বনে যাই। এরপর মোটর সাইকেল যোগে আমরা চলে যাই গরম মিষ্টির দোকানে মিষ্টি খাওয়ার জন্য। আমাদের সেটআপ-গেটআপ দেখে বয়-বেয়ারারা সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো। হোটেলের সবচেয়ে ভালো একটা টেবিলে কর্নারে আমরা ৫জন বসলাম। শরীফ ভাই অর্ডার করলেন লুচি ও মিষ্টির। প্রথমে ৫টা গরম লুচি ও ১০ টা গরম মিষ্টি নিয়ে এলো। আমরা খেতে শুরু করলাম। এরপর পর্যায়ক্রমে আসতেই থাকলো। গরম মিষ্টি পূর্বে কখনোই আমার খাওয়া হয় নাই।

মিষ্টিগুলি গলার মধ্যে দেয়া মাত্রই পেটের ভিতর চলে যাচ্ছিল আর লুচিগুলি সামান্য চিবাতে হচ্ছিল। এভাবে খেতে খেতে ২২টি লুচি আর ৭০টি গরম মিষ্টি আমরা ০৫ জন গলধ:করণ করলাম। এর মধ্যে আমি নিজেই ৪টি লুচি আর ১৬টি মিষ্টি খেয়েছিলাম। বিল পেমেন্ট করার সময় ম্যানেজারকে বললাম "প্রতিদিন কি পরিমান বিক্রি হয়?" উত্তরে বললেন-প্রায় ৩ মন মিষ্টি বেচা হয়। ঢাকায় নেয়া যাবে কি না এ ব্যাপারে বললেন যে, ঢাকায় নিতে গেলে নষ্ট হয়ে যাবে এবং টাকাটাই জ্বলে যাবে (চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় বললেন)। অর্ধেক বুঝলাম আর বাকী অর্ধেক শরীফ ভাই বুঝিয়ে দিলেন। এরপর রাত ৮টার দিকে আমরা আবার থাকার হোটেলে ফিরে এলাম। সেদিন রাতে খাবার টেবিলে আর বেশী কেউ কিছু খেতে পারলাম না। রাতে অল্প করে খাওয়া শেষ করে কাগজপত্র গুছিয়ে নেবার জন্য হোটেল কক্ষে ফিরে এলাম। হোটেলে ফিরে কাগজপত্র গোছানো শুরু করলাম এবং হাজিরা শীটে গুনে দেখি সর্বমোট ৩২৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অদ্যকার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে। ঘুমাতে যাবার আগে কাপড়-চোপড়, কাগজপত্র সবকিছু গোছগাছ করে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলাম। সারা দিনের অনেক পরিশ্রমের কারণে রাতে ভালো ঘুম হলো।

পরদিন সকাল ৭টায় নাস্তা পর্ব শেষ করে সন্দ্বীপ ত্যাগ করে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। যথারীতি প্রথমে সিএনজি, পরবর্তীতে ভ্যানে করে স্পীডবোট ঘাটে। তখন জোয়ার চলছিলো বলে সেজন্য আর জুতা-মোজা খুলে হাতে নিয়ে পায়ে কাদা মেখে কাঠের ভাঙ্গা পুল আর পাড়ি দেয়া লাগলো না। সৃষ্টিকর্তাকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানালাম এবং স্পীডবোটে উঠলাম। সাগরে জোয়ার থাকায় এবং বন্ধের দিন থাকায় ১১জন যাত্রী নিয়ে স্পীডবোট ছাড়লো। সাগরে জোয়ার থাকার কারণে এবার স্পীডবোট আরো লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগলো। ঢেউয়ের পানির তোড়ে শরীরের বেশ কিছু অংশ ভিজে গেল। কূলে ভেড়ার আগে প্রচন্ড রোদ উঠায় শরীরের কাপড় পুরোটাই শুকিয়ে গেলো। তবে কাগজপত্রগুলো শুকনো অবস্থায় রাখতে পেরেছিলাম এটাই সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। স্পীডবোট থেকে নামার সময় অনেকেই বলাবলি করছিলো যে, ভাগ্য ভালো যে আকাশে মেঘ ছিলো না। মেঘ থাকলে অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি হয়। ঝড় উঠলে অনেক সময় বোট দুর্ঘটনায় পতিত হয়। তখন আমার বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "সমুদ্রে সাইক্লোন" গল্পটি মনে পড়ে গেলো। ঘাটে নামার পর আবার যানবাহনের সেই ধারাবাহিকতায় ৩ ঘন্টায় চট্টগ্রামে এসে পৌছালাম। শেষ হলো আমার জীবনের প্রাইম লাইফের প্রশিক্ষণের সন্দ্বীপ অধ্যায়।

প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতার শেষভাগে এসে একটি কথাই বলতে চাই। আমার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের মধ্যগগনে অবস্থানকালীন আমি ডেলটা লাইফ, একাডেমী অব লার্নিং, বিআইপিডি এবং ব্যক্তিগত পর্যায়সহ সারা বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগ/জেলা/উপজেলা/থানা/ইউনিট সমূহে আমার ২/৩ বার করে সফর করা হয়েছে। যেমন, গ্রাহকসভা, কর্মীনিয়োগ, হিসাবরক্ষকদের পরিক্ষা গ্রহণ, থানা কর্মকর্তা/ইউনিট ম্যানেজার নিয়োগ, সুধী সমাবেশ, আঞ্চলিক সম্মেলন, জেলা সম্মেলন, বিভাগীয় সম্মেলন, কক্সবাজার মহাসম্মেলন, অডিট বা নিরীক্ষাকরণ, আর্থিক অনিয়মের জন্য ম্যানেজার, হিসাব রক্ষক ও সংগঠকদের বিষয়ে তদন্ত করা, ঋণ বিতরণ এবং বকেয়া ঋণ আদায়ের ব্যাপারে মাঠ পর্যায়ে তদন্ত, গ্রাহকের পাশবই তদন্ত, বীমা গ্রাহকের মৃত্যুদাবীর ব্যাপারে স্থানীয় দুর্গম এলাকায় তদন্ত এবং ব্যাংকের ফান্ড স্থানান্তর করা সহ নানাবিধ কাজে নিয়োজিত রেখে নানা ধরণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। বিভিন্ন মসজিদসমূহে নামাজ আদায় করেছি। এছাড়া বিভিন্ন স্থানের আবাসিক হোটেলে থাকা এবং খাবার হোটেলের নানা ধরণের খাবারের স্বাদ গ্রহণ করেছি। তবে প্রাইম লাইফের সন্দ্বীপ কর্মএলাকার প্রশিক্ষণের এই বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার জীবনের জন্য একটি মাইলফলক ও চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে। পরিশেষে আমি সবাইকে বলবো এখন যাত্রাপথ অনেক সহজতর হয়েছে। যাত্রী সেবার মান ও অনেক উন্নত হয়েছে। জীবনে একটি বারের জন্য হলেও দ্বীপরাজ্য সন্দ্বীপ ভ্রমন করে আসুন। ধন্যবাদ।

প্রশিক্ষণার্থীদের অভিজ্ঞতা ও মতামত

বিআইপিডি বিভিন্ন কোম্পানির ফিন্যান্সিয়াল এসোসিয়েটস্‌দের ০৩ দিনের সরাসরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলাসমূহের ভেন্যুগুলোতে প্রদান করে থাকে। প্রশিক্ষণার্থীদের সরাসরি অংশগ্রহণের বৈকালীন পর্বে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে ০৩ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সম্পর্কে এবং মাঠ পর্যায়ে বীমার কাজ করার ক্ষেত্রে কি কি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন বা গ্রাহক আপত্তির মুখে পড়তে হয় সে বিষয়ে মতামত গ্রহণ করা হয়।এক্ষেত্রে ০২ জন পুরুষ ও ০২ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর মতামত নেয়া হয়। এছাড়াও ২/৩টি বিষয় নির্ধারণ করে উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে রোল-প্লে পর্ব সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারিক ফরম পূরণ করার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীগণ ব্যবহারিক ফরম পূরণ করে ০১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে বিআইপিডি বরাবরে প্রেরণ করে। এই ফরমে তারা লিখিতভাবে মাঠ পর্যায়ে বীমার কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের কোন কোন বিষয়সমূহ তাদের কাছে ভালো লেগেছে এবং তাদের কাছে যুগোপযোগী মনে হয়েছে মর্মে তারা মতামত প্রকাশ করে থাকে। তারই আলোকে গত জানুয়ারী-মার্চ'২০২৪ প্রান্তিকে তিনটি কোম্পানির প্রশিক্ষণার্থীদের অভিজ্ঞতা ও মতামতের চুম্বক অংশ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

গত ১১-১৬ জানুয়ারী' ২০২৪ ইং তারিখে প্রশিক্ষক জনাব মো: মোশফেকুল করীমের তত্বাবধানে বিআইপিডি আয়োজিত আলফা ইসলামী লাইফ, ঝিনাইদহ এলাকার এজেন্ট প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মাঠের অভিজ্ঞতা ও মতামত হলো-

ক. ঝিনাইদহ্ পর্ব

প্রশিক্ষণার্থীদের অভিজ্ঞতা:

- বীমার কথা শুনতে চায় না এবং সহজে বুঝতে চায় না।
- বীমা করলে টাকা পাওয়া যায় না, কোম্পানি টাকা মেরে চলে যায় বা কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায়।
- বীমার অফিস চলে যায় বিধায় মানুষ বীমা থেকে ব্যাংক-কে বেশী বিশ্বাস করে।
- অনেক গ্রাহক বীমাকে সুদ মনে করে বিধায় বীমা করলে সুদ হবে কি না? বীমা হালাল কিভাবে তা জানতে চায়।
- বীমার মেয়াদ পূর্তিতে সম্পূর্ণ টাকা পাওয়া যাবে কি না?
- মেয়াদ শেষে টাকা পেতে হয়রানী হতে হয় এবং বিভিন্ন প্রকার বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত:

ক. মুশফিকুল স্যারের প্রশিক্ষণ খুব ভালো লেগেছে।
খ. পড়ার ফাঁকে বিনোদন খুব ভালো লেগেছে।
গ. সুভাশীষ স্যারের পরিকল্প ক্লাশ খুব ভালো লেগেছে।
ঘ. প্রত্যেকটা ক্লাশ খুব ভালো লেগেছে।
ঙ. মুশফিকুল স্যারের স্পষ্ট ভাষায় বুঝানো ভালো লেগেছে।
চ. ট্রেনিং কার্যক্রম বেশী করে আয়োজন করা উচিত।
ছ. সুভাশিষ স্যারের বাচনভঙ্গী, উপস্থাপনা ভালো লেগেছে।

গত ১৯-২৪ জানুয়ারী' ২০২৪ ইং তারিখে প্রশিক্ষক জনাব মো: মোশফেকুল করীমের তত্বাবধানে বিআইপিডি আয়োজিত আলফা ইসলামী লাইফ, ফেনী এলাকায় এজেন্ট প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মাঠের অভিজ্ঞতা ও মতামত হলো:

খ. ফেনী পর্ব

প্রশিক্ষণার্থীদের অভিজ্ঞতা:

- বীমা করলে মেয়াদ শেষে বীমার টাকা পাওয়া যায় না। বীমা কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায়।
- আগের বীমার টাকা পেয়েছি, তবে পুরো টাকা দেয়নি। তাই করবো না। অমুকের কাছে টাকা দিয়ে টাকা পায়নি।
- টাকা প্রয়োজনে ব্যাংকে রাখবো তবুও বীমা করবো না।
- একটানা ০৩ দিন গ্রাহকের বাসায় যাওয়ার পর আলহামদুলিল্লাহ অবশেষে পলিসি করাতে পেরেছি।
- যুগোপযোগী প্রডাক্ট/পলিসি উপস্থাপন করলে গ্রাহকদের কাছ থেকে ভালো সাড়া পাওয়া যায়।

প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত:

ক. মুশফিক ও শুভাশীষ স্যারের উপস্থাপনা ভালো লেগেছে।
খ. স্যারদের ব্যক্তিত্ব, আচরণ অনেক ভালো লেগেছে।
গ. মার্কেটিং, পরিকল্প ও রাইডারসমূহ বুঝানো ভালো লেগেছে।
ঘ. প্রডাক্ট বিষয়ে অজানা তথ্য শিখতে পারলাম।
ঙ. ০৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে বীমা বিষয়ক যা ঘাটতি ছিলো তা পূরণ হয়েছে।

গত ০৩-০৮ ফেব্রুয়ারী' ২০২৪ ইং তারিখে প্রশিক্ষক জনাব মো: মোশফেকুল করীমের তত্বাবধানে বিআইপিডি আয়োজিত মেঘনা লাইফ, কুমিল্লা এলাকায় এজেন্ট প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মাঠের অভিজ্ঞতা ও মতামত সমূহ হলো:

গ. কুমিল্লা পর্ব

প্রশিক্ষণার্থীদের অভিজ্ঞতা:

ক. অনেক বুঝানোর পরেও মানুষ বীমা করতে চায় না।
খ. বীমা থেকে সমিতি ভালো।
গ. মেঘনা লাইফে বীমা করে মানুষ টাকা পেয়েছে।
ঘ. বীমা মুনাফা কম দেয়, ব্যাংক মুনাফা বেশী দেয়।
ঙ. বীমায় টাকা জমা রাখলে নির্ধারিত সময়ে তুলতে হয়, কিন্তু ব্যাংকে টাকা রাখলে যে কোন সময় তোলা যায়।

প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত:

ক. ঈগল পাখির গল্প, লক্ষ্য নির্ধারণ বিষয়টি ভালো লেগেছে।
খ. এই প্রশিক্ষণে বীমা বিষয়ে অজানা বিষয়সমূহ জেনেছি।
গ. মুশফিক স্যারের সব কথা ভালো লেগেছে।
ঘ. ট্রেনিং-এ এসে অনেক অজানা বিষয় জেনেছি।
ঙ. প্রশিক্ষণের আয়োজন নিয়মিতভাবে করা উচিত।